১৭
২২. ১২. ২০২২
(বিএম, জেআর)
সিটি ৬৫২

২০১৯-এর সি.ও. ২৬০৬

বিপ্লব গাঙ্গুলি

বনাম

বিশ্বনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এবং অন্য

ইন্দ্রনাথ মুখার্জী,
মিস গার্গী আচার্য .... আবেদনকারীর জন্য.....

শ্রীমতী জুই দত্ত চক্রবর্তী .... বিপরীত দলের নং ১ এবং 2

উত্তর ২৪ পরগনার বারাসতের (সদর) সাব-ডিভিশনাল অফিসার মামলা নং ৮১/২০১৮-তে গত ২৮ নভেম্বর যে নির্দেশ জারি করেছিলেন, তাতে ক্ষুব্ধ হয়ে এই পুনর্বিবেচনার আবেদন জানানো হয়েছে।

আবেদনকারীর যুক্তি ছিল যে, ১ নং বিরোধী পক্ষ, আবেদনকারীর পিতা হওয়ায়, উত্তর ২৪ পরগনার অশোকনগরে ১৩ দশমিক ১৩ শতাংশ জমির একটি প্লটের মালিক এবং দুটি দোতলা ভবন রয়েছে।অন্যদিকে, ১ নম্বর দলটি ছিল রাজ্য সরকারের একজন কর্মচারী এবং তিনি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁর বড় ছেলে, অর্থাৎ উক্ত সম্পত্তিতে আবেদনকারীর সঙ্গে থাকতেন।১ নম্বর বিরোধী পক্ষ সমঝোতার মাধ্যমে অবসরের সময় প্রাপ্ত সমস্ত অর্থ, অবসরকালীন সুবিধা এবং অন্যান্য সম্পত্তি অবসরের পরে তাঁর পুত্রদের দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।তিনি তাঁর অবসরকালীন দুটি সুবিধা তাঁর ছোট ছেলেকে এবং বাড়ির সম্পত্তি আবেদনকারীকে অর্থাৎ বড় ছেলেকে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।

আবেদনকারী দীর্ঘদিন ধরে তাঁর বাবা-মায়ের যত্ন নিতেন এবং তাঁদের সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখতেন। এই ধরনের সৌহার্দ্যপূর্ণ মীমাংসার ফলস্বরূপ, ১ নং বিরোধী পক্ষ তার বড় ছেলে, এখানে আবেদনকারীর পক্ষে একটি উপহারের দলিল কার্যকর করে এবং উপরে বর্ণিত দুই তলা ভবনসহ ১৩ দশমিক ভূমি উপহার দেয়।

আবেদনকারী আরও দাবি করেন যে উপহারের উক্ত দলিলে ১ নং বিরোধী পক্ষের দ্বারা স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, তিনি বড় ছেলে/আবেদনকারীর আচরণে অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলেন এবং তিনি তাঁর ছেলের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু ছিলেন এবং তিনি এই দলিলে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি তাঁর অবসরকালীন সুবিধাগুলি তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র/২ নং বিরোধী দলকে উপহার দিয়েছেন।

আরও দাখিল করা হয় যে আবেদনকারী যথাযথভাবে উপহারের দলিলটি গ্রহণ করেছেন এবং তার নামও সংশ্লিষ্ট ভূমি রেকর্ডে নথিভুক্ত করা হয়েছে।

আবেদনকারী অভিযোগ করেন যে, উপরোক্ত প্রেক্ষাপটে, হঠাৎ করে ১ নং বিরোধী পক্ষ, বাবা-মা এবং প্রবীণ নাগরিকদের ভরণপোষণ এবং কল্যাণ আইন, ২০০৭ (এখানে ২০০৭ সালের আইন বলা হয়েছে) এর বিধান অনুযায়ী, আবেদনকারীকে কোনও অনুলিপি না দিয়ে, উপহারের দলিল বাতিল করার জন্য ট্রাইব্যুনালের কাছে আবেদন করে।

আবেদনকারী অবশ্য দাবি করেছেন যে তিনি আবেদনের কোনও কপি ছাড়াই ট্রাইব্যুনালের কাছ থেকে একটি নোটিশ পেয়েছেন এবং এর বিরোধিতা করেছেন।আবেদনকারীর অভিযোগ, তাঁকে কোনও আইনজীবী বা আইন-জ্ঞাত ব্যক্তির মাধ্যমে প্রতিনিধিত্ব করার অনুমতি দেওয়া হয়নি।

তবে, ট্রাইব্যুনালের পক্ষ থেকে শুনানি শেষে ২৮ নভেম্বর, ২০১৮ তারিখের এক আদেশে এই উপহার পত্রটিকে বাতিল বলে ঘোষণা করা হয়।

আবেদনকারীর পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবি বলেন যে, আবেদনকারী কখনও তার পিতামাতাকে অবহেলা করেছেন বা বাস্তবে বা আইনানুগ ভাবে দলিলের কোনও শর্তের বিরুদ্ধে কাজ করেছেন বলে কোনও অভিযোগ পাওয়া যায়নি।ট্রাইব্যুনাল ২০০৭ সালের আইনের ২৩ (১) ধারার আওতায় উপহার সংক্রান্ত এই দলিলটিকে অকার্যকর ঘোষণা করে বস্তুগত অনিয়মের সঙ্গে বেআইনি কাজ করেছে।যেহেতু এখানে আবেদনকারীর পক্ষ থেকে কোনও মৌলিক সুযোগ-সুবিধা এবং শারীরিক প্রয়োজনীয়তা প্রদানের ক্ষেত্রে কোনও অস্বীকার বা ব্যর্থতা নেই, যা আইনের ২৩ (১) ধারা প্রয়োগের ক্ষেত্রে একটি পূর্বশর্ত, তাই ট্রাইব্যুনাল এই বিষয়টি উপলব্ধি না করেই অবৈধভাবে কাজ করেছে যে আদেশে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, ১ নং বিরোধী পক্ষের একমাত্র ইচ্ছা তার সম্পত্তি তার দুই ছেলের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করা।উল্লেখ করা যেতে পারে যে,উক্ত উপহার পত্র বাতিলের এই আদেশ জারি করা হয়েছে বিরোধী পক্ষের ১ নম্বর ইচ্ছার প্রতি সম্মান জানিয়ে যাহাতে সম্পত্তি দুটি পুত্রের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করা যায় এবং সেই অনুসারে ট্রাইব্যুনালের এই আইনটি প্রয়োগ করার কোনও এক্তিয়ার নেই।যেহেতু শর্তসাপেক্ষে উপহার দেওয়া যায় না, সেহেতু ১ নম্বর বিরোধী পক্ষের আইনটি সম্পূর্ণ বিপরীত এবং দলিল বাতিল এই আদেশের জন্য কোনও উপযুক্ত কারণ আছে। সেই অনুসারে, ট্রাইব্যুনালের আদেশ বাতিল করার জন্য তিনি আবেদন জানিয়েছেন।

১ নম্বর বিরোধী পক্ষের আইনজীবী এই আইনের প্রস্তাবনার কথা উল্লেখ করে বলেন, এই আইন অভিভাবক ও প্রবীণ নাগরিকদের ভরণপোষণ ও কল্যাণের ক্ষেত্রে এবংও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং এটি সংবিধানের অধীনে ও এর সাথে সোম পরকিত বিষয়গুলির জন্য স্বীকৃত।তিনি ভারতীয় সংবিধানের ৩০০এ ধারা উল্লেখ করে বলেন, একজন প্রবীণ নাগরিককে তাঁর সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা উচিত নয়, যা তাঁর আইনি অধিকার।এই প্রসঙ্গে তিনি ২০০৭-এর আইনের ৩ নম্বর ধারার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলেন, এই আইনের বিধানাবলী কোনও আইনে অসামঞ্জস্যপূর্ণ কিছু থাকা সত্ত্বেও তার প্রভাব রয়েছে।

তিনি আরও জানান, উপহার পত্র পিতা/বিরোধী পক্ষের ১ নম্বর বিকল্পে বাতিল করা হবে কি না, তা বিবেচনায় রেখে হস্তান্তরের পর হস্তান্তরকারীর আচরণ বিবেচনা করা হবে।এটা ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, হস্এবংন্তর গ্রহীএবং ভালোবাসা ও স্নেহের ভান করে প্রএবংরণা করার উদ্দেশ্যে এই উপহার পেয়েছিলেন।তিনি আরও বলেন, মানবিক আচরণের একটি স্বাভাবিক ধারা হিসাবে দলিল কার্যকর করার আগে তিনি যে কোনও দাতাকে জমা দেন। তিনি আশা করেন যে, দলিল কার্যকর করার আগে যেভাবে আচরণ করা হয়েছিল সেভাবে আচরণ করা হবে। যে ভালোবাসা ও স্নেহ কোনো কাজের জন্য প্রভাবিত করে, তা অবশ্যই স্থায়ী হতে হবে এবং কোনো বাধা ছাড়াই এবং কোনো বিশেষ সম্পর্কের ক্ষেত্রে মানবিক আচরণের কারণে সেই ব্যক্তির সম্পর্ক পরিচালনার জন্য সমস্ত পরিস্থিতিতে বিদ্যমান বলে মনে করা হয় এবং তাই হস্তান্তর কার্যকর হওয়ার পরে হস্তান্তর গ্রহীতা তার ভালোবাসা ও স্নেহের কাজকে অস্বীকার করতে পারে না।

তিনি আরও বলেন যে যখন উপহার চুক্তির মাধ্যমে কোনও সৌহার্দ্যপূর্ণ স্থানান্তর হয় তখন পক্ষগুলির অভিপ্রায় অবশ্যই আশেপাশের পরিস্থিতি থেকে অনুমান করা উচিত।যেহেতু সংবিধানের প্রস্তাবনায় প্রবীণ নাগরিকদের ভরণপোষণ ও

কল্যাণের জন্য বেশি সুরক্ষা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে, তাই এর ব্যাখ্যা সর্বদাই প্রবীণ নাগরিক ও অভিভাবকদের পক্ষেই থাকবে।

বিস্তারিত জানানোর আগে, ট্রাইব্যুনালের পক্ষ থেকে আপিল বাতিল করার সমর্থনে যে কারণ দর্শানো হয়েছে, তা পুনরায় উল্লেখ করতে চাই।

প্রতিবাদীর বড় ছেলে এবং উত্তরদাতা বিপ্লব গাঙ্গুলি অন্য জায়গায় আলাদাভাবে থাকতেন, কিন্তু প্রতিবাদীর অবসর এবং অসুস্থতার পরে এই বাড়িতে চলে আসেন এবং সর্বদা পিতামাতার সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখার ভান করতেন।ব্যবসার জন্য ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নেওয়ার অজুহাতে শ্রী বিপ্লব গাঙ্গুলি সম্পত্তি নিবন্ধীকরণের নথির ১০০ শতাংশ শেয়ারে তাঁর বাবা বিশ্বনাথ গাঙ্গুলির স্বাক্ষর নিয়েছেন (উপহার নম্বর-১৫০১০৮৫৮৭, তারিখ ০৯. ১১. ২০১৫)।শ্রী বিশ্বনাথ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর বড় ছেলে বিপ্লব গঙ্গোপাধ্যায়কে এই ভবনের প্রথম তলায় নাম নিবন্ধনের পরিবর্তে তাঁর বাবা বিশ্বনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছ থেকে উপহার হিসাবে এই সম্পত্তিটি দেখিয়েছেন। ২০১৮-র মার্চ মাসে আবেদনকারীর বাড়িতে কিছু লোক এসে বাড়িটি কেনার জন্য পরিদর্শনের সময় প্রতারণার বিষয়টি ধরা পড়ে।

এখন তাঁর একমাত্র ইচ্ছা তাঁর সম্পত্তি (প্রশ্নবিদ্ধ ভবনটি) তাঁর দুই ছেলের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে দেওয়া।

প্রতিবাদী শ্রী বিপব গাঙ্গুলির বিবৃতি

বিপ্লব গাঙ্গুলি তাঁর বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, তাঁর বাবা বিশ্বনাথ গাঙ্গুলি স্বেচ্ছায় এবংঁকে এই আবাসিক ভবনটি উপহার দিয়েছেন।

উভয় পক্ষের বক্তব্য শোনার পর ট্রাইব্যুনাল দেখেছে যে প্রতিবাদী শ্রী বিশ্বনাথ গাঙ্গুলি প্রতিবাদী দ্বারা তাকে বিভ্রান্ত করে একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করার জন্য তিনি খুব আহত এবং ক্ষুব্ধ।

ট্রাইব্যুনাল অবশেষে উত্তর২৪ পরগনার মৌজা-পুকুরকোনা পুলিশ স্টেশন-১০৫, জে. এল. নং-১০৫, পুলিশ স্টেশন-হাবরা, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনার এল. এবং. ড্যাগ নং ৪১৯, এবং. এস. খতিয়ান নং-২৬৬-এ ১৩ শতাংশ জমিতে যে ভবনটি রয়েছে, প্রতিবাদীবাদী শ্রী বিপ্লব গাঙ্গুলির নামে উপহারপত্র বাতিল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে পিতামাতা এবং সিনিওর নাগরিকগনের রক্ষবেক্ষন আইন ২০০৭ এর অধ্যায় ৫ এবং ধারা ২৩(১)।

বর্তমান মামলায়, উপহারের দলিল সম্পর্কে সমস্ত অভিযোগ মিথ্যা উপস্থাপনা এবং জালিয়াতির অভিযোগের আবর্তিত হয় যা কেবল একটি দেওয়ানি মামলার বিষয় হতে পারে।২০০৭-এর আইনের ২৩ নম্বর ধারা অনুযায়ী, একজন ম্যাজিস্ট্রেট বা সাব-ডিভিশনাল অফিসারকে দেওয়ানি কার্যবিধির ২৩ নম্বর ধারার শর্তাবলী পূরণ না হলে নিয়মিত দেওয়ানি এক্তিয়ারের ক্ষমতা প্রয়োগ করার অধিকার দেওয়া যাবে না।এমনকি, উপহার দলিলের ভাষা সম্পূর্ণ নীরব যে, হস্তান্তরকারীর মৌলিক সুযোগ-সুবিধা এবং/অথবা মৌলিক দৈহিক প্রয়োজন মেটানোর জন্য উপহার দলিলে শর্তসাপেক্ষে হস্তান্তরের বিষয়টি বিবেচনা করা হয়েছে।হস্তান্তরিত ব্যক্তির পূর্বের ভালো আচরণ উপহারের কারণ হতে পারে তবে দাতাদের দ্বারা সম্পন্ন করা দান কে কখনই মৌলিক সুযোগ-সুবিধা বা শারীরিক প্রয়োজনীয়তার শর্ত হিসাবে বিবেচনা করা যায় না।

এই প্রসঙ্গে এই কথা উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, এই আইনের ২৩ নম্বর ধারার আওতায় আনতে হলে তিনটি শর্ত পূরণ করতে হবে। (১) উপহার দলিল বা অন্য কোনভাবে হস্তান্তর এবং (২) এই শর্ত থাকতে হবে যে হস্তান্তরকারী

হস্তান্তরকারীকে মৌলিক সুযোগ-সুবিধা এবং মৌলিক শারীরিক প্রয়োজনীয়তা সরবরাহ করবে এবং (৩) হস্তান্তরকারী এই জাতীয় সুযোগ-সুবিধা এবং শারীরিক প্রয়োজনীয়তা সরবরাহ করতে অস্বীকার করেছে বা ব্যর্থ হয়েছে।

এখানে বর্তমান ক্ষেত্রে উপহারের দলিলটি সম্পূর্ণ নিঃশর্ত, দাতার কোনও অধিকার সংরক্ষিত নেই।এখানে আবেদনকারীকে হস্তান্তরকারীকে মৌলিক সুযোগ-সুবিধা এবং মৌলিক শারীরিক চাহিদার সংস্থান করতে হবে এমন কোনও শর্ত যুক্ত করা হয়নি।

ট্রাইব্যুনালের ক্ষমতা তখনই প্রয়োগ করা যেতে পারে, যখন হস্তান্তরকারী হস্তান্তরকারীকে মৌলিক সুযোগ-সুবিধা ও মৌলিক ভৌত চাহিদার সংস্থান করবে এবং হস্তান্তরকারী এই ধরনের সুযোগ-সুবিধা প্রদানে অস্বীকৃতি জানাবে বা ব্যর্থ হবে।সাধারণত হস্তান্তরের সময় এই শর্তটি যুক্ত করা হয়েছিল কিনা এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য দলিলে আবৃত্তি করা সর্বোত্তম নির্দেশিকা।যদি এমন হয় যে দলিল এর মুখবন্ধ স্পষ্ট এবং দ্ব্যর্থহীন হয় তবে পক্ষগুলির অভিপ্রায় একত্রিত করার জন্য কোনও বাহ্যিক সহায়তার আশ্রয় নেওয়ার প্রয়োজন নেই।কিন্তু যেখানে হস্তান্তরের দলিলে কিছু অস্পষ্টতা রয়েছে, সেখানে সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলির অভিপ্রায় পার্শ্ববর্তী পরিস্থিতি থেকে সংগ্রহ করতে হবে।

দেবাশীষ মুখার্জি @ জেন আচার্য বনাম ড. সঞ্জীব মুখার্জি ২০১৮ সালে (১) সিএইচএন (ক্যাল) ৪৮১ মামলার রিপোর্টে এই আদালতের বিভাগীয় বেঞ্চ এই বিষয়টি উল্লেখ করে সন্তোষ প্রকাশ করেছে।

> *"১২. আমরা ২৯শে এপ্রিল, ২০১৫ তারিখের উপহার পত্রের একটি কপি সতর্কতার সঙ্গে পড়েছি। এটা স্পষ্ট যে, প্রশ্নবিদ্ধ ফ্ল্যাটটি আবেদনকারীকে সম্পূর্ণ এবং নিঃশর্তভাবে উপহার দেওয়া হয়েছিল এবং আবেদনকারীর মা হিসাবে দাতার কোনও অধিকার সংরক্ষণ করা হয়নি।আবেদনকারীকে হস্তান্তরকারীকে মৌলিক সুযোগ-সুবিধা এবং মৌলিক শারীরিক চাহিদাগুলি প্রদান করতে হবে এমন কোনও শর্ত যুক্ত করা হয়নি।আমাদের মতে, এই আইনের ২৩ নম্বর ধারা বর্তমান মামলার বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারে না।"*

অন্য একটি রায়ে শীর্ষ আদালত সুদেশ ছিকারা বনাম রামতি দেবী ও অন্য, ২০২২ সালের লাইভ ল (এসসি) ১০১১-তে নিম্নলিখিত মন্তব্য করেছেঃ

> *১৩. যখন কোনও প্রবীণ নাগরিক কোনও উপহার বা মুক্তি কার্যকর করে বা অন্য কোনও উপায়ে এবংঁর নিকটবর্তী বা প্রিয়জনদের পক্ষে সম্পত্তি ছেড়ে চলে যান, তখন প্রবীণ নাগরিকদের দেখাশোনার কোনও শর্ত আবশ্যিকভাবে যুক্ত থাকে না।এর বিপরীতে, প্রায়শই, এই ধরনের স্থানান্তর কোনও প্রত্যাশা ছাড়াই ভালবাসা এবং স্নেহের কারণে করা হয়।তাই, যখন অভিযোগ করা হয় যে, ধারা ২৩-এর উপ-ধারা (১)-এ উল্লিখিত শর্তাবলী হস্তান্তরের সঙ্গে যুক্ত, তখন সেই শর্তাবলী ট্রাইব্যুনালের সমক্ষে অবশ্যই প্রতিষ্ঠা করতে হবে।*
>
> *১৪. প্রতিবাদী নং ১-এর দ্বারা দাখিল করা ধারা ২৩-এর অধীনে আবেদনটি যত্নসহকারে বিবেচনা করলে দেখা যায় যে, এমনকি এই মর্মে কোন অনুরোধও করা হয়নি যে, প্রত্যর্থী নং ১-এর কন্যাদের জন্য মৌলিক সুযোগ-সুবিধা এবং মৌলিক শারীরিক চাহিদাগুলি প্রদান করার শর্ত সাপেক্ষে মুক্তি দলিলটি কার্যকর করা হয়েছিল।এমনকি, রক্ষণাবেক্ষণ ট্রাইব্যুনালের পক্ষ থেকে গত ২২শে মে জারি করা আদেশে এরকম কোনও তথ্য নথিভুক্ত করা হয়নি।মনে হচ্ছে, উভয় পক্ষই মৌখিক সাক্ষ্য দেয়নি।*

ট্রাইব্যুনালের রায় থেকে দেখা যায়, আবেদনকারীর পক্ষ থেকে জবাব দাখিল করার অব্যবহিত পরেই আবেদনটি যুক্তির জন্য ধার্য করা হয়েছিল।স্থানান্তরকারী প্রবীণ নাগরিকের মৌলিক সুযোগ-সুবিধা ও মৌলিক শারীরিক চাহিদা সাপেক্ষে হস্এবংন্তর কার্যকর করা হলে এবং ধারা ২৩-এর উপ-ধারা (১)-এর প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না।বর্তমান মামলায়, যেমন আগে উল্লেখ করা হয়েছে, এমনকি ১ নং প্রতিবাদী এও দাবি করেননি যে, এই ধরনের শর্ত সাপেক্ষে মুক্তি দলিল কার্যকর করা হয়েছে।

১৫. আমরা প্রতিবাদীবাদী নং ১-এর দাখিল করা পাল্টা হলফনামাটি পর্যালোচনা করেছি। এমনকি কাউন্টারে এও বলা হয়নি যে মুক্তি এই ধরনের শর্ত সাপেক্ষে ছিল।এটি কেবল অনুরোধ করা হয়েছে যে আবেদনকারীর তার মায়ের যত্ন নেওয়ার কোনও অভিপ্রায় ছিল না।সুতরাং, ধারা ২৩ এর উপ-ধারা (১) এ অন্তর্ভুক্ত দ্বৈত শর্ত পূরণ না হওয়ায় রক্ষণাবেক্ষণ ট্রাইব্যুনালের আদেশ বজায় রাখা যাবে না।দুর্ভাগ্যবশত, হাইকোর্ট এই মামলার গুরুত্ব সম্পর্কে কিছুই জানায়নি' ।"

এই মামলার উপরোক্ত তথ্য ও পরিস্থিতি বিবেচনা করে এবং উপরোক্ত কারণগুলির জন্য এই পুনর্বিবেচনার আবেদন মঞ্জুর করা হয়েছে এবং ট্রাইব্যুনালের ২০১৮-র ২৮ নভেম্বর তারিখের আদেশটি বাতিল করা হয়েছে।

এর ফলে, ২০১৯-এর সি. ও. ও. ২৬০৬-এর অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

যাইহোক, ১ নং বিরোধী পক্ষ যেহেতু বৃদ্ধ বাবা, আমি বিশ্বাস করি এবং আশা করি যে আবেদনকারী ১ নং বিরোধী পক্ষের বাসস্থানের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন, হয বিচার্য ফ্ল্যাটে অথবা অনুরূপ অন্য কোন জায়গায়।

মহামান্য আদালতের ওয়েবসাইট থেকে যথাযথভাবে ডাউনলোড করা এই আদেশের সার্ভার কপি অনুযায়ী সকল পক্ষকে কাজ করতে হবে।

এই আদেশের জরুরি ফটোস্ট্যাট সার্টিফাইড কপি, যদি আবেদন করা হয়, সমস্ত প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা পালনের পর পক্ষগুলিকে সরবরাহ করা হবে।

(অজয় কুমার মুখার্জি, জে)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.